যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৮ জুন ২০১৭
target@ কেরিয়ার
৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

অসম্ভব কথাটা জীবন থেকে বাদ দেওয়া প্রয়োজন

আমাদের জীবনের দিকে এগোবার পথে একটা বাঁক বা টার্নিং পয়েন্ট আসে, যখন আমরা কেরিয়ারের বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করি। সেই ভাবনা আমাদের শুরু হয় স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্ব চলাকালীন অথবা তার আগে থেকে। বর্তমানে কাজের জগৎ আর আগের মতো নেই। পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চাকরির বাজারের প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে। প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে এখন সকলকে অগ্রসর হতে হবে। প্রতিযোগিতাই হোক বা জীবনে চলার পথে বাধা আসুক, সমস্যা বুঝে নিয়ে উপায় বের করতে হবে।

বিগত কয়েক দশকে চাকরিবাকরির অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। এখন সরকারি চাকরির বাইরেও বেসরকারি ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ এসেছে। বর্তমানে দক্ষতাকে আলাদা মাত্রা দেওয়া হচ্ছে। ২৫ বছর বয়স হতে না হতেই ছেলে-মেয়েরা তাঁদের কেরিয়ার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। যারা পড়াশোনা করে নির্দিষ্ট কাজের লক্ষ্যে এগোয় তাদের কথা আলাদা। তবে যে পড়ুয়ারা কেরিয়ার প্ল্যানিং করে জীবনের পথে পা ফেলে না, তাদের জন্যও আছে কেরিয়ার গড়ার পথ। একটা সময়ের পর অনেকেই ভাবেন প্ল্যানিং করে না এগোনোর জন্য ভালো কেরিয়ার তৈরি করা থেকে তাঁরা ব্যর্থ। কিন্তু এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। শুধু একটু চোখ-কান খুলে রাখার প্রয়োজন।

কেরিয়ার তৈরি করার জন্য পরিকল্পনামাফিক যাঁরা এগোননি বা পড়াশোনা করেননি, তাঁদের জন্য ই-কমার্স একটা পথ হতে পারে। বর্তমানে এর চাহিদা বেশ ভালোই। এখন মানুষের হাতে সময় খুব কম। তাই ঘরে বসে সহজে হাতের মুঠোয় প্রয়োজনীয় জিনিস পেলে মানুষের চাহিদাও যেমন মেটে তেমন সময়ও বাঁচে। লক্ষ করলে দেখবেন, এখন অনলাইন দোকানের সংখ্যা অনেক হয়ে গিয়েছে। সেখানে গিয়ে শুধু আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসটা অর্ডার দিলেই হল। এই সমস্ত অনলাইন শপে প্রচুর লোকের প্রয়োজন হয়। অর্ডার ডেলিভারি করা। কোনও সময় চেঞ্জ করার থাকলে সেটা নিয়ে এসে নতুন মাল ডেলিভারি করা ইত্যাদি। এগুলো তো গেল বাইরের কাজ। যাঁরা অফিসে বসে কাজ করতে পছন্দ করেন তাঁদের জন্যও এই সমস্ত অনলাইন শপে প্রচুর কাজ রয়েছে। যেমন— অ্যাপসের মাধ্যমে কাস্টমারের অর্ডার রিসিভ করা, নির্দিষ্ট ঠিকানায় অর্ডার করা পণ্য ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠানো সব কিছুই হয় নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে। এই সমস্ত কাজগুলো করার জন্য প্রচুর দক্ষ ছেলে-মেয়ের প্রয়োজন।

তবে যেখানেই কাজ শুরু করুন না কেন,

এরপর দু'য়ের পাতায়

ভালো চাকরি পেতে শুধু ডিগ্রিই যথেষ্ট নয়

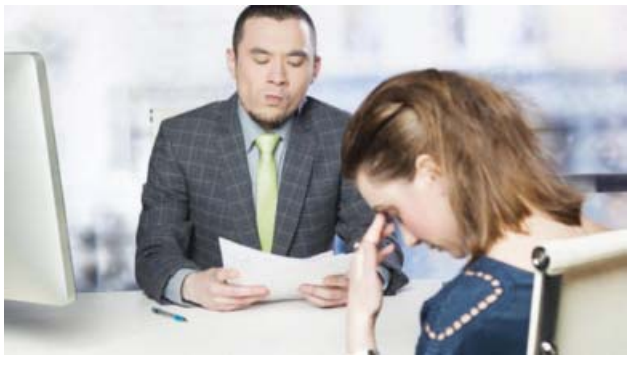

আপনি যদি ভালো চাকরি পেতে চান তাহলে অবশ্যই মন দিয়ে পড়ুন, ভালো নম্বর আনুন, অনেক কোর্স করুন, এমনকী এক্ষেত্রে রূপচর্চাও বাদ যায় না; বিশেষত মেয়েদের জন্য— এরকম নানা ধরনের উপদেশ সারাক্ষণ পাওয়া যায়। তাও নিখরচায়। বাড়ির লোক, আত্মীয়, পড়শি সবাই নানারকম উপায়ের হদিশ দিতে থাকেন। সঙ্গে উদাহরণও থাকে কে কে কত পড়ে, কত সহজে চাকরি পেয়েছে। দেখে-শুনে আপনিও নিজেকে দোষারোপ করেন যে তাই তো আরেকটু পড়লেই বোধহয় আমিও কেল্লা ফতে করে ফেলেছিলাম, আর কি!

কিন্তু একবার ভাবুন এক নাম্বার, এক ডিগ্রি নিয়েও কেন আলাদা আলাদা চাকরি হয়? প্রোমোশন আগে-পরে হয়? চাকরির অ্যাডে পড়াশোনার ন্যূনতম যোগ্যতার কথা থাকে ঠিকই, কিন্তু তার মানে কী? এর অর্থ আবেদনকারীদের সবার যোগ্যতা একই। আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীরও ন্যূনতম যোগ্যতা আপনার মতোই। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে আপনার ডিগ্রি কখনওই পরীক্ষাকর্তাদের নতুন করে জানার বিষয় নয়। তাহলে নিজেকেই ভাবতে হবে কোথায় আমি সবার থেকে আলাদা। খুঁজে নিতে হবে নিজেকে ভিড়ের মধ্যে চিনিয়ে দেবার উপায়। না হলে সমানে আপনাকে ভেবে যেতে হবে কেন আপনি ব্যর্থ হচ্ছেন।

ধরুন, আপনার স্কুল জেলার সেরা বা শহরের সেরা কিন্তু তা নিয়ে দেখবেন পরীক্ষাকর্তাদের কোনও মাথাব্যাথা নেই। কারণ কাজ যখন করতে যাবেন তখন দেখা যাবে এইসব ইতিহাস কোনও ব্যক্তির যোগ্যতা প্রমাণ করে না। এমনকী কখনও কখনও একজন বইপোকাও কর্মজীবনে ব্যর্থ প্রমাণিত হন। তাই প্রথম থেকেই নিজেকে নিয়ে একটু অন্যভাবে ভাবা শুরু করা উচিত। একজন বহুমুখী প্রতিভাধর, কর্মোদ্যোগী মানুষ হিসাবে আত্মবিকাশ কর্মজীবনের প্রথম শর্ত। তাই চাকরি শুরুর আগে তৈরি করতে লাগে একটি সুস্থ, সজীব, আত্মবিশ্বাসী মন এবং সুস্থ শরীর। আপনার আত্মবিশ্বাসী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ স্বাভাবিকভাবেই আপনার ইন্টারভিউয়ে প্রতিফলিত হবে। আপনাকে কোনও কিছুরই ভান করতে হবে না। তাই নিজেকে তৈরি করুন এমন একজন মানুষ হিসাবে যার পরিচয় পুঁথিগত বিদ্যা বা সার্টিফিকেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

এরপর দু'য়ের পাতায়

শেষের চার পাতায় শুধুই জীবিকার খোঁজখবর

- ইসরো নিয়োগ করবে বিভিন্ন পদে ৭৪ অ্যাসিস্ট্যান্ট
- পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে নিয়োগ হবে ৮৬ স্টেনোগ্রাফার
- বায়ুসেনায় এনসিসি পাস ছেলেমেয়ে নিয়োগ
- এইচপিসিএল-এ ৭৬ টেকনিশিয়ান
- কেন্দ্রীয় সংস্থায় ১৪ ট্রেনি
- অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে ৫১৮৬ আধা দক্ষ কর্মী
- রেলের বিভিন্ন শাখায় ৫৮৮ অ্যাপ্রেন্টিস
- স্থলবাহিনীতে ৪০ টেকনিক্যাল অফিসার
- ২৯ সায়েন্টিস্ট নিয়োগ
- এলাহাবাদ হাইকোর্টে ১৫ ট্রেনি ল ক্লার্ক নিয়োগ
- হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামে টেকনিশিয়ান পদে ৭৬ নিয়োগ
- কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থায় ৩১৮ নিয়োগ
- মিউজিওলজি, কনজারভেশন, হিস্ট্রি অব আর্টে এমএ
- প্যারামেডিক্যাল টেকনোলজির ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির পরীক্ষা

চারের পাতায়

পেশা যখন **জিওইনফরমেটিক্স**

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৮ জুন ২০১৭

কেরিয়ার অ্যাডভাইস

অপছন্দের কাজে শ্রমদান না করাই ভালো

জীবনে অনেক কিছুই করার আছে, কিন্তু কিছু করা হচ্ছে না এই ধরনের চিন্তা তাঁদের মাথায় আসতে থাকে যাঁরা নিজেদের মনের মতো কাজ না পেয়ে অপছন্দের কাজটির পিছনে পরিশ্রম করে চলেছেন। আর এই ধরনের মানসিকতা জন্ম দিচ্ছে ক্ষোভ, হতাশার। এর ফলে শুধুমাত্র যে আপনার নিজের কেরিয়ারের ক্ষতি হচ্ছে তাই নয়, যে-কোম্পানিটিতে আপনি কাজ করেন সেই কোম্পানির কর্তৃপক্ষও আপনার থেকে কোনও ভালো কাজ পাচ্ছেন না। আপনি নিজের সময়ের অপচয় ঘটাচ্ছেন। তবে যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা আগে থেকেই বুঝে যান কী ধরনের কাজ তাঁদের মানসিক শান্তি দিতে পারে। সেই অনুযায়ী তারা পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পারেন।

কিন্তু আমরা জীবনের বেশিরভাগ সময়, সেইসব কাজের পিছনে সময় অপচয় করি যেগুলো আমাদের একদম পছন্দ নয়। বেশিরভাগ সময়ে আমরা নিজেকে বোঝাই, যে চেষ্টা করলে আমরা নিশ্চয়ই এই কাজে সফলতা লাভ করব। সেইভাবে কাজটি একটি অভ্যাসের মতো করে চালিয়ে যেতে থাকি। কিন্তু সব সময় সেই কাজটির পিছনেই সময় ব্যয় করা উচিত, যে কাজটি আমরা করতে ভালোবাসি। তাহলে নিজের মনে মানসিক সন্তোষের পাশাপাশি কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। যেমন ধরুন লতা মঙ্গেশকর একজন সুবিখ্যাত সংগীতশিল্পী। তিনি তাঁর গানের জগতে নিজেকে পুরোপুরি নিবেদন করেছেন। কারণ গানের মধ্যে তাঁর ভালোবাসা রয়েছে। পাশাপাশি শচীন তেন্ডুলকর। ক্রিকেটের জগতে তাঁর জগৎজোড়া নাম। এইরকম আরও অনেকের নাম পাওয়া যাবে যাঁরা নিজেদের ভালোবাসার কাজের প্রতি নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। এঁরা আসলে কেউই ভুল কাজে পরিশ্রম করে সময় অপচয় করেননি। তাই তাঁরা আজ অন্যান্য মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত।

প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই কিছু সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে, আমরা সেটিকে অনেক সময় বুঝতে পারি না। আমাদেরও বুঝতে হবে সময় অনুযায়ী সেগুলিকে যথার্থভাবে সঠিক জায়গায় প্রয়োগ করতে। তবেই আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করব।

আপনি আপনার নিজের স্বপ্ন পূরণের কথা ভাবুন। কোম্পানিতে আপনি ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি পেলেন, সেই কোম্পানি আপনাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবে। আর আপনি কাজ করে যেতে থাকবেন, মানে পরিশ্রম করবেন। আখেরে লাভ হচ্ছে কোম্পানির। কারণ আপনি সেই কাজের জন্য পরিশ্রম করছেন যে কাজটি আপনার মোটেও পছন্দের নয়। অথচ দিনের পর দিন আপনি অভ্যাসমতো সেই কাজ করে যাচ্ছেন। এখানে আপনার এই কাজে পরিশ্রম হচ্ছে কিন্তু মানসিক প্রশান্তি নেই। তাই এই কাজে শুধুমাত্র আপনার সময়ের অপচয় হচ্ছে।

জীবনে সেই কাজ করুন যেখানে আপনি চলার পথে নিজের দক্ষতার পরিচয় দিতে পারবেন। যে কাজ আপনি নিজে জানেন অর্থাৎ পারদর্শী দেখবেন সেই কাজ আপনি খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলতে পারছেন। আর কাজ ভালো হলে আলাদা একটি ভালো লাগা আপনাকে কাজে এনার্জি জোগাবে। যাতে কাজটি আরও ভালো হবে।

আপনার স্বপ্ন পূরণের পথে যদি বাধা আসে, তাহলে সেখানে সরাসরি 'না' বলার প্রবণতা অভ্যাস করুন। না হলে আপনি নিজের সমস্যা আরও বাড়িয়ে তুলবেন। কারণ লোকে আপনার ঘাড়ে অপছন্দের কাজ চাপাতেই থাকবে, আর আপনিও করে যেতে থাকবেন। নিজের মধ্যে স্ট্রং জায়গা তৈরি করুন, তাহলে আপনারও 'না' বলা সম্ভব। না হলে এই লড়াইয়ে আপনি এঁটে উঠতে পারবেন না।

নিজের স্বপ্নপূরণটা আপনি নিজের মতো করে ভাবুন। আপনার স্বপ্নপূরণের ক্ষেত্রে কেউ আপনাকে সাহায্য করবে না। আর নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দৌড়ে আপনি তখনই পৌঁছতে পারবেন যখন নিজের দক্ষতা বুঝে আপনি সেই কাজে পরিশ্রম করবেন, যে কাজ আপনার করতে ভালো লাগে।

তাই বলব, সময় থাকতে থাকতে সেই কাজ করুন যে কাজে আপনার ভালো লাগা আছে। অহেতুক অপ্রয়োজনীয় কাজে নিজের শ্রম দান করা বন্ধ করে নিজের দক্ষতার বিষয়টি খুঁজে বের করুন ও সামনের দিকে এগিয়ে চলুন।

সৌম্য দাশগুপ্ত

যুগশঙ্খ SUPPLI team
টার্গেট @ কেরিয়ার
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর),
তন্ময় মণ্ডল (সাব-এডিটর),
বিপাশা চক্রবর্তী, সালমা আহমেদ

প্রথম পাতার পর

অসম্ভব কথাটা জীবন থেকে বাদ দেওয়া প্রয়োজন

প্রথম যেদিন কথা বলতে যাবেন সেদিন কিন্তু আপনাকে পজেটিভ মানসিকতা নিয়েই যেতে হবে। কারণ অফিসে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যান বা অনলাইন শপে কাজ শুরু করুন প্রত্যেক জায়গাতে প্রথমে কারওর না কারওর কাছে আপনাকে নিজের পরীক্ষা দিতে হবে। আপনি কাজটি করতে কতটা আগ্রহী বা কাজটি সম্বন্ধে কতটুকু জানেন। কাজ শুরু করার পর কীভাবে এগোবেন, কাজটি নিয়ে আপনি কতটা আশাবাদী, নানান রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং, নিজেকে ভালো করে প্রস্তুত করে যাওয়াটা কাম্য।

আর একটা বিষয় মাথায় রাখবেন ইন্টারভিউ দিতে যান কিংবা কাস্টমারের সঙ্গে কথা বলুন না কেন ছোট্ট করে সহজে আপনার বক্তব্য উলটো দিকের মানুষটাকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। অকারণে বেশি কথা না বলাটাই শ্রেয়।

ইচ্ছে থাকলে চাকরি না করে রিটেলের ব্যবসাকেও কেরিয়ার হিসাবে নিতে পারেন। সাম্প্রতিক বাজারে এর চাহিদা বেশ ভালোই। এখন বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় স্টোর খুলছে। যেখানে এক ছাদের তলায় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যাচ্ছে। বিগ বাজার, সিটি মার্ট, প্যান্টালুন্স-এর মতো প্রচুর বড় বড় স্টোর রয়েছে। এই সমস্ত স্টোরেও কিন্তু প্রচুর কাজ রয়েছে। যেমন— ম্যানেজমেন্ট, সেলস, মার্কেটিংয়ের জন্য প্রচুর দক্ষ লোকের প্রয়োজন। তবে এই সমস্ত স্টোরে কাজ করতে চাইলে বিশেষ করে ম্যানেজমেন্টে কাজ করতে চাইলে কয়েকটা বিষয় নজর রাখা খুব প্রয়োজন। এমনভাবে স্টোর সাজানো প্রয়োজন যাতে যে কোনও জিনিস সহজে ক্রেতার নজরে পড়ে। এবং আমাদের রোজকার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো যেন সহজেই ক্রেতা চোখের সামনে দেখতে পান। আবার মাঝে মাঝে স্টোরের বিভিন্ন জিনিসপত্র অদল-বদল করার প্রয়োজন হয়। লুক চেঞ্জ করার জন্য। এই সমস্ত করার জন্যও প্রচুর ছেলে-মেয়ে এই কাজে নিযুক্ত থাকে।

সবশেষে একটাই কথা বলব কেরিয়ার হিসাবে চাকরি কিংবা ব্যবসা যেই পথই বাছুন না কেন সব সময় আপনাকে ইতিবাচক চিন্তাভাবনা করতে হবে। কারণ অনেক সময় দেখা যায় কেউ কোনও কাজ শুরু করলে সেটা ব্যর্থ হলে দ্বিতীয়বার আর চেষ্টা করেন না। এটা একেবারেই ঠিক নয়। ব্যর্থ হলে আপনাকে দ্বিতীয় পথের সন্ধান করতে হবে। আপনার মধ্যে সফল হওয়ার জেদ ধরে রাখতে হবে। তবেই আপনি এগোতে পারবেন। সব সময় উদ্যোমের সঙ্গে কাজ করতে হবে। তবেই আপনি কাজ করে আনন্দ পাবেন এবং সেই কাজে আপনার সফলতা আসবে।

ভালো চাকরি পেতে শুধু ডিগ্রি যথেষ্ট নয়

প্রথম পাতার পর

আপনার ব্যক্তিত্বই আপনার পরিচয় বহন করবে। তাই গোমরামুখো বা রাশভারী হয়ে থেকে আসলেই কোনও লাভ হয় না। আপনার কথাবার্তা, দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষমতা, সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার দক্ষতাগুলোই তো ইন্টারভিউয়াররা খুঁজবেন। ফলে স্মার্ট, সুবক্তা হওয়া দরকার। আজকের যুগে মাল্টিটাস্কিং হওয়াও দরকার। নেতৃত্ব নেওয়ার ক্ষমতা, ঝুঁকি নেওয়ার সাহস, সকলের মন জয় করার ক্ষমতা, নানারকম গুণের অধিকারী প্রার্থীকেই সকলের আগে বেছে নেওয়া হয়। তাই নিজের শখের চর্চা চালিয়ে যাওয়াটা দরকার। উপরন্তু পড়াশোনা শেষ করে সব করে ফেলেছি ভেবে বসে থাকলে হবে না। নিজের যোগ্যতা বাড়াতে এখন অনেকেই ইন্টার্নশিপ, ট্রেনিং, এমনকী ভলান্টিয়ার সার্ভিস (স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ) করেন। এটা খুব ভালো উপায় নিজের দক্ষতা, পেশাদারিত্ব, মৌলিক ভাবনা-চিন্তা করার ক্ষমতাগুলোকে ঝালিয়ে নেবার। তাই আজ থেকেই শুরু হোক নিজেকে নতুন করে উন্মোচিত করার প্রচেষ্টা। যেখানে আপনার লেখাপড়া আর আপনার নিজস্বতা দুটোই সমানতালে বিকশিত হবে।

কেরিয়ার তথ্য

● স্টাফ সিলেকশন কমিশনের 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার্স এগজামিনেশন' প্রার্থী বাছাই করা হয় দুটি পেপারে, মোট ৫০০ নম্বরের অনলাইন (পেপার ওয়ান) ও লিখিত পরীক্ষার (পেপার টু) মাধ্যমে। পেপার ওয়ানে থাকে ৫০ নম্বরের জেনারেল ইন্টিলিজেন্স ও রিজনিং, ৫০ নম্বরের জেনারেল অ্যাওয়ারনেস এবং ১০০ নম্বরের ইঞ্জিনিয়ারিং-সংক্রান্ত বিষয়ের তিনটি পার্টের প্রশ্ন। প্রথম পার্টে থাকে জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং (সিভিল অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল) বিষয়ের প্রশ্ন। দ্বিতীয় পার্টে জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং (মেকানিক্যাল) বিষয়ে প্রশ্ন থাকবে। ইঞ্জিনিয়ারিং-সংক্রান্ত বিষয়ে তিনটি পার্টের মধ্যে যে কোনও একটি পার্টের উত্তর দিতে হবে। এই পেপারে সব প্রশ্নই হবে অবজেকটিভ মাল্টিপল চয়েস ধরনের। সময় ২ ঘণ্টা। পেপার ওয়ান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই পেপার টুয়ে বসার যোগ্য বিবেচিত হবেন। খুঁটিনাটি জানতে দেখতে পারেন এই ওয়েবসাইট: http://ssc.nic.in

● নেট/সেট: সি এস আই আর নেট পরীক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা কেমিক্যাল সায়েন্স, লাইফ সায়েন্স, ম্যাথমেটিক্যাল সায়েন্স, ফিজিক্যাল সায়েন্স, আর্থ সায়েন্সের মাস্টার্স ডিগ্রি। অথবা মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর সহ বি এস (৪ বছরের) বা বিই, বিটেক, বিফার্মা, এমবিবিএস, ইন্টিগ্রেটেড বিএস- এমএস বা সমতুল ডিগ্রি। এই নম্বর নিয়ে বি এসসি (অনার্স) বা সমতুল ডিগ্রি পাশ করে থাকলে অথবা ইন্টিগ্রেটেড এম-এস — পিএইচডি কোর্সে নথিভুক্ত হয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। তফসিলি প্রার্থীরা মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর থাকলেই আবেদন করতে পারবেন। যাঁরা মাস্টার ডিগ্রি ফাইনাল পরীক্ষা দেবেন বা দিয়েছেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন। ওয়েবসাইট: www.csirhrdg.res.in

● ব্যাংক: স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ায় স্পেশ্যাল ম্যানেজমেন্ট এগজিকিউটিভ পদের ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি অনলাইন লিখিত পরীক্ষা, গ্রুপ ডিসকাশন এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষায় অবজেকটিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে ব্যাঙ্কিং শিল্প সহ জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস (২৫ নম্বর), রিজনিং, ডেটা, ইন্টারপ্রিটেশন অ্যান্ড অ্যানালিসিস(৫০ নম্বর), ইংলিশ (২৫ নম্বর) এবং ফিনানসিয়াল ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন অ্যান্ড অ্যানালিসিস (৫০ নম্বর) বিষয়ে। সময়সীমা ২ ঘণ্টা। পরীক্ষা ১৮ জুন। ওয়েবসাইট: www.sbi.co.in

target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৮ জুন ২০১৭

বাটিক প্রিন্টের ব্যবসা

একটা কাপড়ের কিছুটা জায়গায় ডিজাইন করে মোম দিয়ে ঢেকে তারপর তা রং গোলা জলে ডুবিয়ে যে পদ্ধতিতে কাপড় রং করা হয় তাকে বাটিক প্রিন্ট বলা হয়। এক্ষেত্রে ডিজাইন করা অংশগুলিতে রং ঢুকতে দেওয়া হয় না। ডিজাইনে যাতে রং না ঢোকে তার জন্য মোম ব্যবহার করা হয়। রং গোলার জলের ভিতর কাপড় নাড়াচাড়ার সময় অনেক সময় মোম ফেটে বা ভেঙে যায়। তখন ফাটা জায়গা দিয়ে কিছু রং ঢুকে ফাটা ফাটা দাগের নকশা তৈরি করে। বাটিক প্রিন্ট-এর কাপড় খুবই জনপ্রিয়। সুতি বা সিল্ক উভয় ধরনের কাপড়েই এই পদ্ধতিতে রং করা যায়।

সব জায়গাতেই বাটিক প্রিন্ট-এর কাপড় খুব জনপ্রিয়। বাটিক প্রিন্ট করা কাপড়, শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, পাঞ্জাবি, বিছানার চাদর, কুশন কভার ইত্যাদি বাজারে খুচরো ও পাইকারি দামে বিক্রি করে ভালো লাভ করা যায়। পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে বা বিভিন্ন মেলা বা হাটে বাটিক প্রিন্টের কাপড় বিক্রি করতে পারেন। এছাড়া বিভিন্ন বুটিক, কারু ও হস্তশিল্পের দোকানেও বাটিক প্রিন্টের কাপড়ের ভালো চাহিদা আছে।

বাটিক প্রিন্ট করতে আপনার লাগবে: উনুন, মোম গলানোর জন্য পাত্র ১টি, মোম লাগানোর তুলি ৩টি, ব্রাশ ৩টি, ডেকচি ১টি, বালতি বা গামলা ১টি, মোম লাগানোর জন্য সরু নলওয়ালা হাতলসহ ছোট পাত্র ১টি, ফ্রেম ১টি, স্কেল ১টি, আলপিন।

এছাড়াও কাঁচামাল লাগবে শাড়ির সংখ্যা অনুযায়ী। যদি ৮টি শাড়ি দুই রঙের বাটিক প্রিন্ট করতে হয় তবে উপকরণ লাগবে:

ট্রেসিং পেপার ২টি, কার্বন পেপার ১টি, পেনসিল ১টি, রাবার ১টি, প্যারাফিন বা সান মোম ৫ কেজি, মধু মোম বা লাল মোম ২ কেজি ৫০০ গ্রাম, রজন ১ কেজি ৫০০ গ্রাম, কাপ। কাচার সোডা ৬ কেজি, খাবার লবণ, গুঁড়ো সাবান ১ প্যাকেট, গুঁড়ো নীল, রং।

কীভাবে বাটিক প্রিন্ট করবেন:

মাড় ছাড়া সমান কাপড়ে ডিজাইন আঁকাতে হবে। প্রথমে পেনসিল দিয়ে ডিজাইন এঁকে নিন, যাতে ভুল হলে তা রাবারের সাহায্যে মুছে ফেলা যায়। আঁকা শেষ হলে এর উপর পেন দিয়ে আঁকতে হবে।

এবার যে অংশে কাজ করা হবে সেটা টান টান করে ফ্রেমে পিন দিয়ে আটকাতে হবে। এবার ৪ ভাগ প্যারাফিন, ২ ভাগ মধু-মোম আর ১ ভাগ রজন মিশিয়ে গলিয়ে নিতে হবে। গলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাত্র উনুন থেকে নামিয়ে তুলির সাহায্যে মোম নিয়ে ডিজাইনের ওপর লাগাতে হবে। ডিজাইনের যে সব অংশে রং করা হবে না শুধু সেখানে মোম লাগাতে হবে। মোম জমে গেলে পাত্র আবার উনুনে দিতে হবে। ভুল জায়গায় মোম পড়ে গেলে তার উপর ব্লটিং পেপার রেখে গরম ইস্ত্রি চেপে ধরলে বাড়তি মোম উঠে যাবে। প্রথম সাইডে মোম লাগানোর পর উলটো সাইডে একই জায়গায় মোম লাগাতে হবে। এরপর আবার প্রথমে যেখানে মোম লাগানো হয়েছিল সেখানে মোম লাগাতে হবে। তুলির বদলে সরু নলওয়ালা হাতলসহ ছোট পাত্র দিয়েও মোম লাগানো যায়। এক্ষেত্রে গলা মোম নিয়ে সরাসরি মোম দিয়েই কাপড়ে নকশা আঁকা যায়। সব জায়গায় মোম লাগানোর পর ফ্রেম থেকে খুলে কাপড়টি কমপক্ষে ১২ ঘণ্টা ছায়ায় রাখলে বা অথবা এক ঘণ্টা জলে ডুবিয়ে রাখলে কাপড়ে ভালো করে মোম বসবে। বাজারে নানান রকম রং কিনতে পাওয়া যায়। আবার তৈরির নিয়ম শিখে নিয়ে নিজেরাও নতুন রং তৈরি করা যায়।

এছাড়া রং করার আগে কাপড়টি ১০ মিনিট ঠান্ডা জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। যে পাত্রে রং করা হবে সেই পাত্রে অল্প পরিমাণ ফুটন্ত গরম জলে রং গুলে নিতে হবে। কাপড়টি যাতে ভালোভাবে ভেজে, সেজন্য এর মধ্যে পরিমাণমতো ঠান্ডা জল দিতে হবে। এরপর তাতে কাপড় দিয়ে ১৫ মিনিট কাপড়টি নাড়াচাড়া করতে হবে। গামলা থেকে কাপড়টি উঠিয়ে রঙের জলে লবণ গুলে কাপড়টি আবার ১৫ মিনিট রঙের জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। কাপড়টি রঙ গোলা জল থেকে তুলে ওই রঙের জলেই ২ চামচ সোডা গুলে কাপড়টি আবার ১৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর কাপড়টি নেড়েচেড়ে আবার ১৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে যেন মোম ঢাকা অংশগুলোতে বেশি চাপ না লাগে। এরপর কাপড়টি জল থেকে তুলে ২৪ ঘণ্টা ছায়ায় রেখে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকনো কাপড়ের মোম ছাড়ানোর জন্য ৩০ মিনিট ঠান্ডা জলে ডুবিয়ে রাখতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত রং না ওঠে ততক্ষণ পর্যন্ত বেশি করে ঠান্ডা জল নিয়ে কাপড় ধুতে হবে। ফুটন্ত সাবান মেশানো জলে কাপড়টি পাঁচ মিনিট নাড়াচাড়া করলে মোম উঠে যাবে। মোম ছাড়ানো শেষ হলে কাপড়টি ঠান্ডা জলে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিতে হবে। এরপর কাপড় ছায়ায় শুকিয়ে নিতে হবে। মাড় দিয়ে কাপড় শুকিয়ে নিয়ে ইস্ত্রি করলে বাটিকের কাজ শেষ। ডিজাইনের বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন রং করতে হলে বহু রঙের বাটিকও করা যায়।

ব্যবসা করে নিজেকে স্বাবলম্বী করে তুলুন

বর্তমানে সকলেই কোনও-না-কোনও কাজের সঙ্গে যুক্ত। এই প্রতিযোগিতার বাজারে নিজেকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য চাকরির জন্য বসে না থেকে অনেকেই আছেন যাঁরা স্বাধীনভাবে কাজ করাকে নিজের জীবনে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। সেই কারণেই তাঁরা পেশা হিসাবে ব্যবসাকে বেছে নিচ্ছেন। এই রকমই একটি ব্যবসা হল কাগজপত্র ল্যামিনেট করার ব্যবসা।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র সুরক্ষিত করতে কাগজপত্র ল্যামিনেট করে রাখা হয়। ল্যামিনেশনের মেশিনের সাহায্যে ছোট-বড় বিভিন্ন মাপের ছবি পরিচয়পত্র, রেশন কার্ড, মার্কশিট, মানচিত্র প্রভৃতি কাগজপত্র ল্যামিনেট করা যায়।

কীভাবে কাজে এগোবেন: ল্যামিনেট করার জন্য প্রথমে বাজার থেকে প্লাস্টিক রোল কিনে আনতে হবে। এর বাজারচলতি নাম পলি-প্লাস্টিক। এই প্লাস্টিক রোল সস্তায় পাবেন বড়বাজার, বৈঠকখানা বাজার প্রভৃতি অঞ্চলে। কিলোগ্রাম প্রতি এর দাম পড়বে ১০০ থেকে ১২৫ টাকা। প্রথমে যে মাপের কাগজ বা ছবি ল্যামিনেশন করতে চান, সেই মাপের প্লাস্টিক কেটে নিতে হবে। এবার প্লাস্টিক সমেত ছবি বা কাগজটি মেশিনে ঢুকিয়ে দিতে হবে। এরপর মেশিন চালু করলেই প্রয়োজনীয় নথিটি নিজে থেকেই ল্যামিনেটেড হয়ে বেরিয়ে আসবে। এই মেশিনটি চালাতে বিদ্যুৎ লাগবে ২২০ ভোল্ট।

মেশিনের দাম: সাইজের তারতম্য অনুযায়ী ল্যামিনেশন মেশিনের দামের তারতম্য হয়। ছোট ল্যামিনেশন মেশিনের দাম পড়বে প্রায় ৪০,০০০-৫০,০০০ টাকা।

মেশিন কোথায় পাবেন: মেশিন পাবেন এই ঠিকানায়: Bharat Machine Tools Industeries, 61, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata-700013. Ph: 2236-8015, 94324-22086. Email: bharatmachinetools@rediffmail.com

আমরা পাঠককে গুরুত্ব দিতে চাই

তাই, আপনারাই আমাদের মেল করে জানান, সফল কেরিয়ার গড়ে তোলার জন্য 'target@কেরিয়ার'-এ আপনারা কী কী জানতে চান

jugasankha.suppli@gmail.com

কেরিয়ার জিজ্ঞাসা

● ছাদে স্ট্রবেরির চাষ করতে আগ্রহী। এর জন্য কত আয়তনের ছাদ প্রয়োজন জানালে ভালো হয়। *(দেবকুমার ঘোষ, বেহালা)*

মোটামুটি ৮৫০ বর্গফুটের মধ্যে ছাদ থাকলে সুবিধা হয়। ২০০–২৫০ বর্গফুট জায়গা ছেড়ে রাখতে হবে অন্যান্য কাজকর্মের জন্য। ৬০০ বর্গফুট জায়গায় গাছ লাগাতে পারবেন। প্রতি গাছ থেকে গড়ে ১০টি স্ট্রবেরির ফলনের হিসাব বাদ দিলেও অন্তত ৫০০০ স্ট্রবেরির ফলন পাওয়া যাবে। প্রতিটি স্ট্রবেরির ওজন ১০-১৫ গ্রামের মধ্যে হলে ৫০-৭৫ কেজি ফলন পাওয়া যাবে।

● পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন গাছের বনসাই তৈরি করে বিক্রি করতে চাই। বিজ্ঞানসম্মত উপায় কোথাও বনসাই তৈরির ব্যবস্থা থাকলে সে বিষয়ে জানালে ভালো হয়। *(দেবাশিস কর, সোনারপুর)*

এগ্রি-হর্টিকালচার সোসাইটি অব ইন্ডিয়ায় বনসাই তৈরি শেখানো হয়। ২ মাসের কোর্স। প্রতি শনিবার ক্লাস হয়। পরবর্তী কোর্স শুরু হবে সেপ্টেম্বর মাসে। ফি ১৫০০ টাকা। যোগাযোগের ঠিকানা: ১, আলিপুর রোড, কলকাতা-২৭। ফোন: ২৪৭৯-৩৫৮০।

● আমি একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার। ব্যবসা করতে ইচ্ছুক। আমার কোনও অভিজ্ঞতা নেই। কম খরচে কোথা থেকে ব্যবসার প্রশিক্ষণ নিতে পারি জানাতে আগ্রহী। *(অমিতাভ সাহা, ভবানীপুর)*

কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের প্রকল্প অনুসারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছাত্র-ছাত্রীরা নিখরচায় ব্যবসায় প্রশিক্ষণ নিতে পারেন, এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট সময়ে সময়ে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। শীঘ্রই এই প্রতিষ্ঠানে এরকম কোর্স আয়োজনের সম্ভবনা রয়েছে। তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। এই ঠিকানায়, ব্লক: আই বি-১৯৪, সেক্টর-থ্রি, কলকাতা-১০৭। ফোন: ২৩৩৫-৭৬৮১, ২৩৩৫-৭২৫৮।

● নারকেল ছোবড়া ব্যবহার করে ম্যাট, কার্পেট ইত্যাদি তৈরির জন্য স্কিম কোথা থেকে পাওয়া যেতে পারে?

অমরেশ রায়, হাওড়া

স্কিম ও প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য কয়ার বোর্ডের আঞ্চলিক অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। ঠিকানা: সাব-রিজিওনাল অফিস, কয়ার বোর্ড, নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, সি-ব্লক, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলকাতা-১। ফোন: (০৩৩) ২২৬২-৫৭৩৭। ই-মেল: cbsrokol@gmail.com

jugasankha.suppli@gmail.com

নতুন ব্যবসা, সঠিক পথে অগ্রসর হোন

নতুন ব্যবসা শুরু করতে চাইছেন, অথচ মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে অজস্র চিন্তা। পরিকল্পনা সঠিক হল কিনা, ঠিকভাবে ব্যবসা এগোবে কিনা, প্রতিযোগিতার বাজারে টিকতে পারব কিনা, এইসব চিন্তা আসা কোনও নতুন কিছু নয়। তবে তার মানেই পিছিয়ে যাওয়া নয়। আসলে পরিকল্পনার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে সবকিছু। নতুন কোনও জিনিস মানেই তা নিয়ে ভবিষ্যৎ চিন্তা মাথার মধ্যে আসতে বাধ্য। তবে সাবধানে পা ফেলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। তবে দক্ষ হাতে ব্যবসা পড়লে তা ভবিষ্যতে মহীরূহ হয়ে উঠবে, এমনই মত বিশেষজ্ঞদের।

নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা যদি আপনার মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে, তবে সতর্ক থাকুন। সাবধানবাণী শুনিয়ে ব্রিটেনের বিখ্যাত কম্পিউটার বিজ্ঞানী তথা ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট পল গ্রাহাম বলছেন, ব্যবসা শুরুর প্রথম পর্বটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কী ব্যবসা করবেন, ঠিক করতে যদি ভুল হয়ে থাকে, তবে সাফল্য আসবে না কিছুতেই। ব্যবসা শুরু হয় 'গ্রেট আইডিয়া' থেকে, বাংলায় যাকে বলা যেতে পারে 'উৎকৃষ্ট পরিকল্পনা'। এটাই নাকি সফল ব্যবসার বীজ। যদি বীজ ভালো না হয়, তবে মিষ্টি ফল পাবেন কী করে?

কোনও ব্যবসা শুরু করবেন তার পরিকল্পনাকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে বলে গ্রাহাম জানিয়েছেন। উৎকৃষ্ট পরিকল্পনা, নিকৃষ্ট পরিকল্পনা। তিন নম্বর পরিকল্পনা হল মরীচিকার মতো। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে সামনেই ওয়েসিস। কিন্তু এগোলেই দেখবেন নীরস বালি, শুধুই বালি।

গ্রাহাম যাকে মরীচিকার সঙ্গে তুলনা করেছেন, সেটা কেমন? পুষ্যিদের জন্য সোশ্যাল নেটওয়ার্কের পরিকল্পনা দিয়ে তিনি গোটা ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলেন। এ এমন এক নেটওয়ার্ক, যেখানে আপনি আপনার পুষ্যির হরেক ছবি দিতে পারবেন। প্রতিবেশীর হুলো বেড়ালের ছবিতে নিজের মন্তব্য করে পছন্দ-অপছন্দের কথা জানিয়ে দিতে পারেন। বিখ্যাত এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষণে গ্রাহামের মুখ থেকে এই পরিকল্পনা শুনে অনেকেই বললেন 'গ্রেট আইডিয়া'। উলটো সুরে গ্রাহামের বক্তব্য, এই পরিকল্পনার সঙ্গে মরীচিকার তুলনা করা যায়। অনেক পরিকল্পনা শুনতে ভালো, কিন্তু তা আসলে নিকৃষ্ট। কেন? গ্রাহামের কথায়, পছন্দ আর ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পুষ্যিদের সোশ্যাল নেটওয়ার্কের ধারণা নতুন। অনেকে পছন্দও করতে পারেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ ব্যবহার করেন শুধুমাত্র ফেসবুক। পেট লাইফের মতো ওয়েবসাইট নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো সময় কোথায়? ব্যবসার সঙ্গে যেহেতু ক্রেতারা জড়িত, তাই ক্রেতাই শেষ কথা। ক্রেতাদের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা হাজারও পছন্দ-অপছন্দ ছাড়াই বাছাই করে কী ধরনের ব্যবসা করা উচিত, এরপর পরের পাতায়

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৮ জুন ২০১৭

পেশা যখন **জিওইনফরমেটিক্স**

রিমোট সেন্সিং, জিএনএসএস ও জিআইএস-এর ব্যাপক ব্যবহার ও প্রয়োগের জন্য কম্পিউটার প্রযুক্তি, কম্পিউটার সায়েন্স ও সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে গেছে। এর ফলে প্রযুক্তিচর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন বিষয় চালু হয়েছে, যার নাম জিওস্পেশ্যাল টেকনোলজি বা জিওইনফরমেটিক্স। এই মুহূর্তে পৃথিবী ও তার সম্পদের পর্যবেক্ষণ, তদারকি ও ব্যবস্থাপনার সর্বশেষ কথা হল জিওইনফরমেটিক্স। সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ভৌগোলিক তথ্য পরিষেবা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠায় এই ক্ষেত্রে পেশাদারদের যথেষ্ট চাহিদা তৈরি হয়েছে, তাই কেরিয়ার হিসাবে অনেকেই বেছে নিচ্ছেন জিওইনফরমেটিক্স।

ভূ-সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা, তদারকি ও ব্যবস্থাপনার এক সাহায্যকারী পন্থা হল রিমোট সেন্সিং ও জিওগ্রাফিকাল ইনফরমেশন সিস্টেম। বিষয়টির বহুমুখী ব্যবহার আর বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রয়োগের জন্য রিমোট সেন্সিং ও জিওগ্রাফিকাল ইনফরমেশন সিস্টেম একটি অপরিহার্য উপাদান হয়ে উঠেছে। নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে ভূ-পৃষ্ঠের কোনও বস্তু বা জায়গার অবস্থান জানতে রিমোট সেন্সিং বা দূরসংবেদনের কাজের জন্য দুই ধরনের উপগ্রহ ব্যবহার হয়: ১) রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট, ২) জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট। রিমোট সেন্সিংয়ের মূল ভিত্তি হল আলোর বিকিরণ যা সংশ্লিষ্ট বস্তুটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তথ্য জোগায়। আর জিওগ্রাফিকাল ইনফর্মেশন সিস্টেম হল কম্পিউটারের মাধ্যমে ভৌগোলিক ডেটা বা পরিসংখ্যান জানার একটি পদ্ধতি। এই তথ্যের মাধ্যমে জমির ব্যবহারের পরিবর্তন তদারকি করা যায়, কোনও অঞ্চলের মানচিত্র তৈরি হয়, প্রাকৃতিক সম্পদের খোঁজ পাওয়া যায় ও রক্ষা করাও যায়। এছাড়াও এই তথ্যের মাধ্যমে বায়োস্ফিয়ার, অটোস্ফিয়ার, হাইড্রোস্ফিয়ার ও জিওস্ফিয়ারের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক গড়ে তোলা হয়। যা বৈজ্ঞানিক, আরবান প্ল্যানার, ম্যানেজার ও সাধারণের কাজে লাগে।

রিমোট সেন্সিং ও জি.আই.এস নিয়ে পড়াশোনার পর সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ আছে। বিভিন্ন কাজে জিওইনফরমেটিক্স অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োগ হয় কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের অধীনস্থ এইসব সংস্থায়:

১) ন্যাশনাল সেন্সিং এজেন্সি (হায়দরাবাদ)।

২) নর্থ-ইস্ট স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার (শিলং)।

৩) রিজিওনাল রিমোট সেন্সিং অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার (খড়গপুর, দেরাদুন, যোধপুর, নাগপুর ও বেঙ্গালুরু)।

৪) ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (বেঙ্গালুরু)।

৫) অ্যাডভান্স ডেটা প্রোসেসিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (হায়দরাবাদ)।

৬) স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার (আহমেদাবাদ)।

ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ-এ জিও ইনফমেরটিক্সের পেশাদারদের ভালো চাহিদা আছে। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য যেসব প্রোজেক্ট হয় সেখানে প্রোজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট বা রিসার্চ ফেলো হিসাবে কাজ পাওয়া যায়। জিআইএস বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স ও এম.ফিল করা থাকলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ পেতে পারেন।

পেশাদাররা চাকরি পেতে পারেন এইসব সরকারি দফতরে : আরবান ডেভেলপমেন্ট ও প্ল্যানিং, ফরেস্ট্রি, ভূমি-রাজস্ব, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি, জলসেচ, মৎস্যদফতর, পুর নিগম, পঞ্চায়েত, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দফতর।

বেসরকারি কর্পোরেট ক্ষেত্রেও জিও ইনফরমেটিক্সের পেশাদারদের অনেক কাজের সুযোগ আছে। এইসব সংস্থায় কাজ পাওয়া যায়: গুগল, টিসিএস, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, রিলায়েন্স কমিউনিকেশন, রিলায়েন্স এনার্জি, সাইবারটেক সিস্টেমস, জিওফাইনি টেকনোলজিস, ম্যাগনাসফট টেকনোলজি সার্ভিসেস।

সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় চাকরি পাওয়া যায় এইসব পদে: সায়েন্টিস্ট, প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, প্রোজেক্ট সায়েন্টিস্ট, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, রিসার্চ স্কলার, রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, জিআইএস এক্সপার্ট, জিআইএস এনভায়রনমেন্ট অ্যানালিস্ট ইত্যাদি।

বাণিজ্যিক সংস্থায় প্রোজেক্ট ম্যানেজার, সিস্টেম এগজিকিউটিভ, ইমেজ অ্যানালিস্ট, জিআইএস বিজনেস অ্যানালিস্ট, জিআইএস ইঞ্জিনিয়ার, জিআইএস প্রোগ্রামার ইত্যাদি পদেও লোক নেওয়া হয়।

ম্যাথমেটিক্স বা সংখ্যাতত্ত্ব বা কম্পিউটার সায়েন্স বা ফিজিক্স অন্যতম বিষয় নিয়ে বিএসসি বা এমএসসি কোর্স পাস বা জিওগ্রাফি বা জিওলজিতে অনার্স নিয়ে ডিগ্রি বা পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স পাস কিংবা বি টেক, বিই বা এএমআইই কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা রিমোট সেন্সিং ও জিও ইনফর্মেটিক্স বিষয় নিয়ে পড়তে পারেন।

কোথায় পড়বেন :

১) স্কুল অব ওশানোগ্রাফিক স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৩২। কোর্স: রিমোট সেন্সিং ও জিও ইনফর্মেটিক্স।

২) কম্পিউটার অ্যাডেড ডিজাইন সেন্টার, কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৩২। কোর্স: পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন রিমোট সেন্সিং ও জিওইনফরমেটিক্স।

৩) বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়। ওয়েবসাইট: www.vidyasagar.ac.in কোর্স: রিমোট সেন্সিংয়ে ২ বছরের এম এস সি।

৪) বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। কোর্স: ডিসট্যান্স এডুকেশনে পড়ানো হয় রিমোট সেন্সিং ও জিও ইনফরমেটিক্সের ডিপ্লোমা কোর্স।

৫) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। কোর্স: ১ বছরের এম ফিল কোর্স।

জিও ইনফরমেটিক্স প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ হয় ডিজিটাল ফরম্যাটে তথ্য তৈরি, বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া সব তথ্যকে সমন্বিত করা, ডিজিটাল তথ্যের উপস্থাপনা, উপগ্রহের মাধ্যমে তথ্যকে ধরে রাখা, তথ্যকে চিত্র ও চিত্র থেকে তথ্যের রূপান্তরকরণ, বিভিন্ন পদ্ধতির একত্রীকরণে সঠিক তথ্য সংরক্ষণ, মহাশূন্য-সংক্রান্ত তথ্যের বিশ্লেষণ এবং তথ্যের উপস্থাপনা ও মানচিত্রকরণে।

এই ধরনের কাজের জন্য ঘোরাঘুরি করতে হয়। তবে কাজের মধ্যে বৈচিত্র ও সৃজনশীলতা আছে।

নতুন ব্যবসা, সঠিক পথে অগ্রসর হোন *(আগের পাতার পর)*

কোনটা করা উচিত নয় তার একটা ধারণা দিয়েছেন পল গ্রাহাম।

ভিটামিন ক্যাপসুল নাকি পেইন কিলার: পেট লাইফকে ওয়েবসাইটে ভিটামিন ক্যাপসুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন গ্রাহাম। তাঁর মতে, ভিটামিন ক্যাপসুল দরকার ঠিকই, কিন্তু না হলে চলবে না, এমন নয়। উলটে রুট-ক্যানাল ট্রিটমেন্ট থেকে চোট-আঘাত-পেইন কিলার না হলেই নয়। গ্রাহামের উপদেশ, 'ক্রেতার কাছে কোনটা গুরুত্বপূর্ণ, তা জেনে পণ্য তৈরি করুন। এমন কোনও পণ্য তৈরি করবেন না, যেটা ক্রেতার কাছে আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

প্রধান সমস্যার সমাধান আগে করুন: ক্রেতা বা উপভোক্তার বিশেষ কোনও একটি সমস্যার সমাধান করা অবশ্যই যথেষ্ট নয়। কিন্তু সেটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আপনার পণ্য এবং পরিষেবার মাধ্যমে তিনি বিশেষ সমস্যা থেকে মুক্তি পাচ্ছেন। কিন্তু সেই সমস্যা যদি ক্রেতার অন্যতম প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে না থেকে থাকে, তবে বুঝতে হবে সেটা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়। গ্রাহামের দাওয়াই, দেরি হওয়ার আগে সেই ব্যবসার পরিকল্পনা থেকে সরে আসুন।

বৃহত্তর স্বার্থে সমস্যার সমাধান: ক্রেতা বা উপভোক্তা নিজেদের চাহিদা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। যদি ক্রেতা মনে করেন কোনও পণ্য বা পরিষেবা তাঁদের দরকার নেই, তবে সেটা নিয়ে তাঁদের না বোঝানোই ভালো। গ্রাহামের মতে সেটা সময়ের অপচয়। তাতে যেমন ক্রেতারও যন্ত্রণা, যন্ত্রণা বাড়বে আপনারও। কারণ ক্রেতার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাঁকে কোনও রকমে বুঝিয়ে কোনও জিনিস হাতে তুলে দেওয়ার থেকে তাঁর চাহিদা অনুযায়ী জিনিস তাঁকে সরবরাহ করা অধিক যুক্তিযুক্ত কাজ। তাহলে সেই বিক্রেতার ওপর ক্রেতার বিশ্বাস বজায় থাকবে।

গ্রাহামের কথায়, মানুষ বড় বিচিত্র। একেকজনের চাহিদা, পছন্দ আলাদা। যদি সকলের চাহিদা এবং পছন্দের কথা মাথায় রেখে পণ্য তৈরি করেন, তবে কাউকেই খুশি করতে পারবেন না। সেটা হয়ে দাঁড়াবে ব্যাড প্রোডাক্ট। অতএব সকলের চাহিদার কথা না ভেবে সমাজের বিশেষ কোনও অংশের চাহিদা মেটানোর কথা ভাবুন।

আলোচনায় উবেরের কথা টেনে এনেছেন গ্রাহাম। বলেছেন, 'সাধারণ মানুষের চাহিদা থেকে যে ব্যবসার জন্ম হয়, উবের তার প্রমাণ। ক্যাব নিয়ে মানুষজনকে অসুবিধায় পড়তে হতো। সেই সমস্যার সমাধান করতে পেরেছিল বলেই উবের ব্যবসা হয়ে উঠেছে সফল।'

কোন ব্যবসা করবেন, কোনটাই-বা এড়িয়ে যাবেন তা নিয়ে দীর্ঘ পরামর্শ দিলেও পল গ্রাহাম বলেছেন, 'সতর্ক থাকুন। চোখ-কান খোলা রাখুন, এবং ক্রেতার মন বুঝতে চেষ্টা করুন।' গ্রাহামের বক্তব্য, তিনি একটা প্যাটার্ন তুলে ধরেছেন মাত্র। কিন্তু স্থান-কাল-পরিবেশ বদলের সঙ্গে সেই প্যাটার্ন বদলে যেতেও পারে।

বিখ্যাত এই ব্রিটিশ ভেঞ্চারিস্টের কথায়, ব্যবসা হল পিয়ানোর মতো। দক্ষ হাতে পড়লে সুরে বাজে। নইলে তা হয়ে দাঁড়ায় যন্ত্রণার কারণ।

ইসরো নিয়োগ করবে বিভিন্ন পদে ৭৪ অ্যাসিস্ট্যান্ট

কেন্দ্রীয় সরকারের মহাকাশ দফতরের অধীন ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনের ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টার টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনিশিয়ান-বি ও সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৭৪ জন লোক নিয়োগ করবে।

কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:

টেকনিশিয়ান-বি (ইলেকট্রনিক্স মেকানিক): মাধ্যমিক পাসরা আইটিআই/এনটিসি/ন্যাক থেকে ইলেকট্রনিক্স মেকানিক ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাস হলে যোগ্য। শূন্যপদ: ২২টি। সাধারণ ১০, ওবিসি ৭, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ১। পোস্ট নং: TB-1।

টেকনিশিয়ান-বি (ইলেকট্রিশিয়ান): মাধ্যমিক পাসরা আইটিআই/এনটিসি/ ন্যাক থেকে ইলেকট্রনিক মেকানিক ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। শূন্যপদ: ১৪টি। সাধারণ ৭, ওবিসি ৪, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১। পোস্ট নং:TB-2।

টেকনিশিয়ান-বি (ফিটার): মাধ্যমিক পাসরা আইটিআই/এনটিসি/ ন্যাক থেকে ফিটার ট্রেডের সার্টিফিকেট পাস হলে যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি। সাধারণ ১,ওবিসি ১। পোস্ট নং :TB-3।

টেকনিশিয়ান-বি (ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক): মাধ্যমিক পাসরা আইটিআই/এনটিসি/ন্যাক থেকে ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিকের সার্টিফিকেট কোর্স পাস হলে যোগ্য। শূন্যপদ: ৪টি। সাধারণ ১, ওবিসি ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১। পোস্ট নং: TB-4।

টেকনিশিয়ান-বি (ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট): মাধ্যমিক পাসরা আইটিআই/এনটিসি/ন্যাক থেকে ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট কেমিক্যাল ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাস হলে যোগ্য। শূন্যপদ: ১টি। সাধারণ পোস্ট কোড: TB-5।

টেকনিশিয়ান-বি (মেশিনিস্ট): মাধ্যমিক পাসরা আইটিআই/এনটিসি/ন্যাক থেকে মেশিনিস্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাস হলে যোগ্য। শূন্যপদ: ৬টি। সাধারণ ২, ওবিসি ১, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১। পোস্ট কোড: TB-6।

টেকনিশিয়ান-বি (মোটর মেকানিক): মাধ্যমিক পাসরা আইটিআই/এনটিসি/ন্যাক থেকে মোটর মেকানিক ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি। সাধারণ ১, ওবিসি ১। পোস্ট কোড: TB-7।

টেকনিশিয়ান-বি (প্লাম্বার): মাধ্যমিক পাসরা আইটিআই/এনটিসি/ন্যাক থেকে প্লাম্বার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাস হলে যোগ্য। শূন্যপদ: ১টি। সাধারণ। পোস্ট কোড: TB-8।

টেকনিশিয়ান-বি (রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং): মাধ্যমিক পাসরা আইটিআই/এনটিসি/ন্যাক থেকে রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাস হলে যোগ্য। শূন্যপদ: ৪টি। সাধারণ ২, ওবিসি ১, তফসিলি জাতি ১। পোস্ট কোড: TB-9।

ড্রাফটসম্যান-বি (সিভিল): মাধ্যমিক পাসরা আইটিআই/এনটিসি/ন্যাক থেকে ড্রাফটসম্যান সিভিল ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাস হলে যোগ্য। শূন্যপদ: ৬টি। সাধারণ ৫, ওবিসি ১। পোস্ট কোড: DM-1।

টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রথম শ্রেণির ডিপ্লোমা কোর্স পাসরা যোগ্য। শূন্যপদ: ১টি। সাধারণ। পোস্ট কোড: TA-1।

টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট: ইলেকট্রিকাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রথম শ্রেণির ডিপ্লোমা কোর্স পাসরা যোগ্য। শূন্যপদ: ১টি। তফসিলি জাতি। পোস্ট কোড: TA-2।

সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট: কেমিস্ট্রির প্রথম শ্রেণির বিএসসি কোর্স পাসরা যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি। সাধারণ ১, তফসিলি উপজাতি ১। পোস্ট কোড: SA-1।

সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট: অঙ্ক, স্ট্যাটিস্টিক, কম্পিউটার সায়েন্স বিষয় নিয়ে প্রথম শ্রেণির বিএসসি কোর্স পাসরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৫টি। সাধারণ ২, ওবিসি ২, তফসিলি জাতি ১। পোস্ট কোড: SA-2।

সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট: অঙ্ক, ফিজিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স বিষয় নিয়ে প্রথম শ্রেণির বিএসসি কোর্স পাসরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৩টি। সাধারণ ২, ওবিসি ১। পোস্ট কোড: SA-3।

প্রতিটি পদের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১০-৬-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, প্রাক্তন সমরকর্মী, বিধবা বা বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলারা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন। বেতন: টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ও সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৪৪৯০০ টাকা। টেকনিশিয়ান-বি ও ড্রাফটসম্যান-বি পদের ক্ষেত্রে ২১৭০০ টাকা।

এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং: Advertisement No. NRSC/RMT/3/2017, Dated 20/5/2017। প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় সফলদের স্কিল টেস্ট হবে।

১০ জুনের মধ্যে অনলাইন দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটে: www.nrsc.gov.in. এজন্য প্রার্থীর একটি বৈধ ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। এছাড়া পাসপোর্ট মাপের ফোটো, সিগনেচার, কাস্ট সার্টিফিকেট, শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় সার্টিফিকেট স্ক্যান করে নিতে হবে। এবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন স্ক্যান করা যাবতীয় তথ্য আপলোড করে সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। বিশদে জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

৫
target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৮ জুন ২০১৭

পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে নিয়োগ হবে ৮৬ স্টেনোগ্রাফার

পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের অধীন হরিয়ানা ও পঞ্জাব রাজ্যের বিভিন্ন ডিভিশনের সেশন জজ কোর্ট 'স্টেনোগ্রাফার গ্রেড-III' পদে ৮৬ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে।

আর্টস বা সায়েন্স শাখার ডিগ্রি কোর্স পাসরা ইংরেজি শর্টহ্যান্ডে মিনিটে অন্তত ৮০টি শব্দ তোলার গতি ও কম্পিউটার টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ২০টি শব্দ তোলার গতি থাকলে আবেদন করতে পারবেন। কম্পিউটারে ওয়ার্ড প্রোসেসিং ও স্প্রেড সিট-এর কাজে দক্ষতা থাকতে হবে। প্রার্থীর বয়স হতে হবে ১-১-২০১৭-এর হিসাবে ১৮ থেকে ৪২ বছরের মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীরা সাধারণ প্রার্থী হিসাবে আবেদন করতে পারবেন। বেতন: ৫২০০-২০২০০ টাকা। গ্রেড পে ২৪০০ টাকা। মোট শূন্যপদ: ৮৬টি।

এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং: 21S/SSSC/HR/2017। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে ইংরেজিতে শর্টহ্যান্ড টেস্ট হবে। মিনিটে অন্তত ৮০টি শব্দ তোলার গতি থাকতে হবে। এরপর হবে কম্পিউটার টেস্ট। মিনিটে অন্তত ২০টি শব্দ তোলার গতি থাকতে হবে। কম্পিউটার দক্ষতার পরীক্ষায় অন্তত ৪০ শতাংশ নম্বর পেলেই কোয়ালিফাই করা যাবে। ই-অ্যাডমিট কার্ড ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে। পরীক্ষা হবে জুলাই-আগস্টে।

১২ জুন পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটে: www.sssc.gov.in. অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে একটি বৈধ ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও ফোটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নিতে হবে। দরখাস্ত করতে হবে দুটি ধাপে— প্রথম ধাপে ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলে রেজিস্ট্রেশন আই.ডি ও পাসওয়ার্ড পাবে। তারপর রেজিস্ট্রেশন আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে Cash Deposit Receipt প্রিন্ট করে নেবেন। এবার ওই প্রিন্ট করা স্লিপ নিয়ে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায় পরীক্ষা ফি-বাবদ ১০০০ টাকা দিতে হবে। মহিলা হলে ৫০০ টাকা দিতে হবে। টাকা জমা দেওয়ার সময় ওই রিসিপ্টে ট্রানজ্যাকশন নং/জার্নাল নং, ব্রাঞ্চের নাম, ব্রাঞ্চ কোড ও জমা দেওয়ার তারিখ উল্লেখ করবেন।

এবার দ্বিতীয় ধাপের রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। তখন ফি ডিটেলস আপলোড করতে হবে। স্ক্যান করা ফোটো ও সিগনেচার আপলোড করতে হবে। সবশেষে সাবমিট করলে নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। নাম রেজিস্ট্রেশনের পর ই-মেইল বা এসএমএস মারফত কনফার্মেশন পাঠানো হবে। প্রথম ধাপের রেজিস্ট্রেশন করা যাবে ১২ জুন পর্যন্ত। দ্বিতীয় ধাপের রেজিস্ট্রেশন করা হবে ১৫ জুন পর্যন্ত।

বায়ুসেনায় এনসিসি পাস ছেলেমেয়ে নিয়োগ

ভারতীয় বিমানবাহিনী এনসিসি পাস করা প্রার্থীদের মধ্যে থেকে পার্মানেন্ট সার্ভিস কমিশনে ছেলেদের (২০৩/১৮ এফ/পি.সি/এম) ও শর্ট সার্ভিস কমিশনে ছেলেমেয়েদের এনসিসি স্পেশাল এন্ট্রি স্কিমে ফ্লাইং ব্রাঞ্চে (২০৩/১৮ এফ/এস.এস.সি/এম এন্ড ডব্লু) কোর্সে কিছু অবিবাহিত ছেলেমেয়ে নিচ্ছে।

যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটদের অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর থাকলে আবেদন করতে পারেন। উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্স ও অঙ্ক বিষয় থাকতে হবে বা ডিগ্রি কোর্সে বিই বা বিটেক কোর্স পাস হতে হবে। এনসিসি-র সিনিয়র ডিভিশনে অন্তত ২ বছর থাকার পর সি সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অন্তত বি গ্রেড থাকা প্রয়োজন।

বয়স হতে হবে ২০ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৬২.৫ সেমি। পায়ের মাপ হতে হবে ন্যূনতম ৯৯ সেমি ও সর্বোচ্চ ১২০ সেমি। সিটিং হাইট ন্যূনতম ৮১.৫ সেমি ও সর্বোচ্চ ৯৬ সেমি। থাইয়ের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৬৪ সেমি।

দৃষ্টিশক্তি দরকার দূরের বেলায় ভালো চোখে ৬/৬ ও খারাপ চোখে ৬/৯ আর মায়োপিয়া -৩.৫০ এর কম। শুরুতে ৭৪ সপ্তাহের ট্রেনিং হবে। এয়ারফোর্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে। তখন স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে মাসে ২১০০০ টাকা। সফল হলে লেফটেন্যান্ট র‍্যাংকে শর্ট সার্ভিস কমিশনে চাকরি। তখন ৬ মাস প্রোবেশনে থাকতে হবে। বেতন :১৫৬০০-৩৯১০০ টাকা।

দরখাস্ত দেখে প্রাথমিক বাছাই প্রার্থীদের গ্রুপ টেস্ট, ইন্টারভিউ ও সাইকোলজিক্যাল টেস্টের কললেটার পাঠানো হবে। ৫ দিনের পরীক্ষা সফল হলে ডাক্তারি পরীক্ষা হবে। পরীক্ষা হবে বারাণসী, মহীশূর ও দেরাদুনের এয়ারফোর্স সিলেকশন সেন্টারে।

১৫ জুনের মধ্যে অনলাইন দরখাস্ত করবেন www.careerairforce.nic.in ওয়েবসাইটে। এরজন্য একটি বৈধ ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। দরখাস্ত করার আগে পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো স্ক্যান করে নেবেন সঙ্গে এনসিসি-র সার্টিফিকেটও স্ক্যান করে নিতে হবে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

জব পোর্টালে চাকরির খোঁজ

ইন্টারনেটের দৌলতে এখন চাকরির খোঁজ-খবর করা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। সারা ভারতে অসংখ্য জব পোর্টাল রয়েছে, যেখান থেকে সহজেই বিভিন্ন ধরনের চাকরির খোঁজ-খবর পাওয়া যায়। এরকমই সেরা ১০টি জব পোর্টালের ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়া হল।

naukri.com
monster.com
timesjobs.com
shine.com
placementIndia.com
careerage.com
jobstreet.co.in
jobsDB.com
jobisjob.com
sarkarinaukricom.com

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ৮ জুন ২০১৭

এইচপিসিএল-এ ৭৬ টেকনিশিয়ান

হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের মুম্বই রিফাইনারি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোসেস টেকনিশিয়ান ও অ্যাসিস্ট্যান্ট বয়লার টেকনিশিয়ান পদে ৭৬ জন লোক নিয়োগ করবে।

কারা কোন পদের যোগ্য:

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোসেস টেকনিশিয়ান: কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাসরা অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর পেলে যোগ্য। তফসিলি এবং প্রতিবন্ধী হলে ৫০ শতাংশ। শূন্যপদ: ৬৭টি।

অ্যাসিস্ট্যান্ট বয়লার টেকনিশিয়ান: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাসরা অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। তফসিলি প্রতিবন্ধী হলে ৫০ শতাংশ। প্রথম শ্রেণির বয়লার কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট পাস হতে হবে। শূন্যপদ: ৯টি।

ওপরের দুই পদের বেলায় মোট শূন্যপদের মধ্যে সাধারণ ৩৮, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ১১, ওবিসি ১৪। এছাড়াও ব্যাকলগ শূন্যপদ তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ৬।

সব পদের ক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ১-৫-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর আর প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন। পারিশ্রমিক মাসে ৪৫০০০ টাকা। প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। (পরীক্ষায় থাকবে লজিক্যাল রিজনিং, ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন, কোয়ান্টেটিভ অ্যাপটিটিউড টেস্ট ও ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ)।

টেকনিক্যাল/পেশাগত জ্ঞান। প্রশ্ন হবে শিক্ষাগত যোগ্যতার ওপর। পরীক্ষা হবে পূর্ব ভারতে কলকাতায়। সফল হলে স্কিল টেস্ট।

২২ জুনের মধ্যে অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটে: www.Hindustanpetroleum.com / www.hpclcareers.com. এজন্য প্রার্থীর একটি বৈধ ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফোটো স্ক্যান করে নিতে হবে। এবার ওপরের ওয়েবসাইটে গিয়ে Career Opportunities অপশনে গিয়ে ক্লিক করলেই অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম পাওয়া যাবে। যাবতীয় তথ্য দিয়ে ফোটো আপলোড করে সাবমিট করলেই ১২ ডিজিটের সিস্টেম জেনারেটেড ইউনিক নাম্বার/রেফারেন্স নম্বর পাবেন ও তা প্রিন্টআউট করে নেবেন। এছাড়াও ৩ পার্টের চালান প্রিন্ট করে নেবেন। এই চালান নিয়ে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার কোনও শাখায় গিয়ে নগদে ৬০০ টাকা জমা দেবেন এই শিরোনামে: HPCL Powerjyoti A/c Number 32315049001. তফসিলি ও প্রতিবন্ধীদের কোনও ফি লাগবে না। এছাড়াও টাকা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডেও দিতে পারেন। টাকা জমা দেওয়া যাবে ২৭ জুন পর্যন্ত। দরখাস্ত সাবমিট করার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নিজের কাছে রেখে দেবেন।

কেন্দ্রীয় সংস্থায় ১৪ ট্রেনি

কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা ন্যাশনাল অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি পদে ১৪জন লোক নিয়োগ করবে। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেসি বা কস্ট অ্যাকাউন্টেসি কোর্স পাসরা ফিনান্স শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ১২টি। কোম্পানি সেক্রেটারিশিপের কোর্স পাশরা কোম্পানি সেক্রেটারি শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি।

দুই ক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ১৫-৫-২০১৭ তারিখের হিসাবে ৩০ বছরের মধ্যে। শুরুতে ১ বছরের ট্রেনিং। তখন মূল মাইনে ১৬৪০০-৪০৫০০ টাকা। সফল হলে জুনিয়র ম্যানেজার পদে চাকরি। তখন বেতন হবে ২৪৯০০-৫০৫০০ টাকা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখে বাছাই প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ে ডাকা হবে। দরখাস্ত করতে হবে ৯ জুনের মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটে: www.nalcoindia.com. দরখাস্ত করার জন্য একটি বৈধ ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফোটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নিতে হবে। ১০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট বা ডিমান্ড ড্রাফট কাটতে হবে। National Aluminium Company Limited-এর অনুকূলে ও পেয়েবল অ্যাট Bhubaneswar। তফসিলি ও প্রতিবন্ধীদের ফি লাগবে না। অনলাইন দরখাস্ত করার পর অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্টআউট নিয়ে নিতে হবে। এবার ওই দরখাস্ত ডাক মারফৎ পাঠাতে হবে। তখন সঙ্গে দেবেন যাবতীয় প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল আর ডিমান্ড ড্রাফটের মূল কপিটি। দরখাস্ত ১৩ জুনের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: The Recruitment Cell, HRD Department, National Aluminium Company Limited, NALCO Bhawan, Bhubaneswar-751013, Odisha.

অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে ৫১৮৬ আধা দক্ষ কর্মী

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীন সারা ভারতের ৪১টি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি ও ২২টি অন্যান্য ট্রেনিং সেন্টার সেমি স্কিল্ড ট্রেডে ৫১৮৬ জন লোক নিচ্ছে। নেওয়া হবে ডেঞ্জার বিল্ডিং ওয়ার্কার, এগজামিনার, ইলেকট্রিশিয়ান, টার্নার, মিলার, ফিটার ইলেকট্রনিক্স, ওয়েল্ডার, ফিটার, বয়লার, ফিটার অটো, ফিটার ইলেকট্রিক, ফিটার জেনারেল, ফিটার ইনস্ট্রুমেন্ট, ফিটার রেফ্রিজারেশন, মেশিনিস্ট, গ্রাইন্ডার, ম্যাসন পেইন্টার, শিট মেটাল ওয়ার্কার, ইলেকট্রনিক ফিটার, এগজামিনার, বয়লার, অ্যাটেন্ড্যান্ট, ইলেকট্রোপ্লেটার, ব্ল্যাকস্মিথ, এগজামিনার ইঞ্জিনিয়ারিং, মিলরাইটসহ অন্যান্য ট্রেড। মাধ্যমিক পাসরা এনসিভিটি-র অনুমোদিত আইটিআই থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিস সার্টিফিকেট (এনএসি)/ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট (এনটিসি) পাস হলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর আর প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিসরা যত বছরের কোর্স করেছেন তত বছর বয়সের ছাড় পাবেন। বেতন: ১৮০০০ টাকা। কোন ট্রেডের জন্য কেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা দরকার ও কটি শূন্যপদ আছে তা এই ওয়েবসাইটে পাবেন: www.ofb.gov.in.

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। অবজেকটিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের প্রশ্ন হবে মাধ্যমিক মানের। দ্বিতীয় পার্টে এনসিভিটির সিলেবাস অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ট্রেডে প্রশ্ন হবে। নেগেটিভ মার্কিং নেই। প্রশ্ন হবে হিন্দি ও ইংরেজিতে। উত্তর দিতে হবে ওএমআর শিটে। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে মোট শূন্যপদের ১.২৫ গুন প্রার্থীকে ট্রেড টেস্টের জন্য ডাকা হবে। ট্রেড টেস্টে কোয়ালিফাই করতে হবে। চূড়ান্ত তালিকা তৈরির সময় লিখিত পরীক্ষার নম্বর দেখা হবে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটে: www.ofb.gov.in. অনলাইন দরখাস্ত কবে থেকে শুরু হবে তা ওই ওয়েবসাইটেই দেখা যাবে। অনলাইন দরখাস্ত করার আগে প্রার্থীর একটি বৈধ ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফোটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নিতে হবে। এবার পরীক্ষার ফি-বাবদ ৫০ টাকা অনলাইনে দিতে হবে। তফসিলি, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের কোনও ফি লাগবে না। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড। অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্টআউট করে নিতে হবে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: davp 10201/11/0209/1718. 9/90/Defence/Recruitment/10th/25-35/Permanent/Other than Delhi.

রেলের বিভিন্ন শাখায় ৫৮৮ অ্যাপ্রেন্টিস

পূর্ব-উপকূল রেলের বিভিন্ন শাখায় অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ৫৮৮ জন লোক নিচ্ছে।

কোনও স্বীকৃত পর্ষদ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাস ছেলেরা এনসিভিটি-র অনুমোদিত আইটিআই থেকে ফিটার, মেশিনিস্ট, ওয়েল্ডার, ইলেকট্রিশিয়ান, এমএমটিএম, টার্নার, ওয়্যারম্যান, মেকানিক, ইলেকট্রনিক্স মেকানিক ও মেকানিক ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাসরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন।

সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আইটিআই কোর্স পাস না হলে আবেদন করা যাবে না। বয়স হতে হবে ১৭-৬-২০১৭-র হিসাবে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০, তফসিলি হলে ১৫, ওবিসি হলে ১৩ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। সব ট্রেডই ১ বছরের। ট্রেনিং দেওয়া হবে এইসব ট্রেডে:

ভুবনেশ্বরের মাঞ্চেশ্বরের ক্যারেজ রিপেয়ার ওয়ার্কশপে ৯৭টি।

এর মধ্যে **ফিটার** ৩০টি (সাধারণ ১১, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ৭, ওবিসি ৮), **শিট মেটাল ওয়ার্কার** ৯টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ২), **ওয়েল্ডার** ১২টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ৩), **মেশিনিস্ট** ৬টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১ ওবিসি ২), **মেকানিক** ৪টি। সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১), **কার্পেন্টার** ১২টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ৩), **ইলেকট্রিশিয়ান** ১২টি। সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ৪), **রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এসি মেকানিক** ৪টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১), **ওয়্যারম্যান** ৪টি। সাধারণ ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১), **পেইন্টার** ৪টি (সাধারণ ১, তফিসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১)।

খুরদা রোড ডিভিশনে ৩০টি।

এর মধ্যে **ফিটার** ১৪টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ৩), **ওয়েল্ডার** ৪টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১), **টার্নার** ৩টি (সাধারণ ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১), **ইলেকট্রিশিয়ান** ২টি (সাধারণ ১, তফসিলি উপজাতি ১), **মেশিনিস্ট** ২টি (সাধারণ ১, ওবিসি ১), **ডি/ম্যান মেকানিক** ১টি (সাধারণ), **ইলেকট্রনিক্স মেকানিক** ৪টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১)।

বিশাখাপত্তনমের ডিজেল লোকো শেডে ১০০টি।

এর মধ্যে **ফিটার** ৬৩টি (সাধারণ ৩২, তফসিলি জাতি ৯, তফসিলি উপজাতি ৫, ওবিসি ১৭। মেশিনিস্ট ২টি। সাধারণ), **ওয়েল্ডার** ২টি (সাধারণ ১, ওবিসি ১), **ইলেকট্রিশিয়ান** ৩৩টি (সাধারণ ১৭, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৯)।

বিশাখাপত্তনমের ইলেকট্রিক লোকো শেড ভাইজ্যাগে ৮১টি।

এরমধ্যে **টার্নার** ১টি (সাধারণ), **ওয়েল্ডার** ২টি (সাধারণ ১, ওবিসি ১), **ইলেকট্রিশিয়ান** ৭৮টি (সাধারণ ৪১, তফসিলি জাতি ১১, তফসিলি উপজাতি ৫, ওবিসি ২১)।

বিশাখাপত্তনমের সি অ্যান্ড ডব্লু (সাইডিং) ভাইজ্যাগে ৩৩টি।

এর মধ্যে **ফিটার** ২৯টি (সাধারণ ১৫, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৮), **মেশিনিস্ট** ২টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১। ওয়েল্ডার ২টি। সাধারণ ১, ওবিসি ১)।

বিশাখাপত্তনমের ইলেকট্রিক্যাল ওয়াল্টেয়ার ডিভিশনে ৮২টি।

এর মধ্যে **ইলেকট্রিশিয়ান** ৬০টি (সাধারণ ৩১টি, তফসিলি জাতি ৯, তফসিলি উপজাতি ৪, ওবিসি ১৬), **রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এসি মেকানিক** ২২টি (সাধারণ ১২, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৬)।

বিশাখপত্তনমের ইলেকট্রিক্যাল/ওয়াল্টেয়ার ডিভিশনে ১৭টি-র মধ্যে **ইলেকট্রিশিয়ান** ১৭টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৫)।

বিশাখাপত্তনমের মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্ট/ওয়াল্টেয়ার ডিভিশনে ১৩৯টি।

এর মধ্যে **ফিটারে** ১২৬টি (সাধারণ ৬৬, তফসিলি জাতি ১৮, তফসিলি উপজাতি ৮, ওবিসি ৩৪), **মেশিনিস্ট** ৪টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১), **ওয়েল্ডার** ৬টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২। কার্পেন্টার ৩টি। সাধারণ ২, ওবিসি ১)।

বিশাখাপত্তনমের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট/ওয়াল্টেয়ার ডিভিশনে ৯টি।

এর মধ্যে ওয়েল্ডার ৩টি (সাধারণ), কার্পেন্টার ৬টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ২)।

উপরের মোট শূন্যপদের মধ্যে তফসিলি জাতির জন্য ১৫ শতাংশ, তফসিলি উপজাতির জন্য ৭.৫ শতাংশ, ওবিসিদের জন্য ২৭ শতাংশ পদ সংরক্ষিত।

ট্রেনিংয়ের সময় স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে।

বিজ্ঞপ্তি নং: ECoR/RRC/Act Appr/2017, Date:18-05-2017.

মাধ্যমিকে পাওয়া নম্বর দেখে ও আইটিআই কোর্স পাসের সার্টিফিকেট ও অন্যান্য প্রমাণপত্র দেখে মোট শূন্যপদের ৫ গুণ প্রার্থীকে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। কোনও লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ হবে না। উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে বাড়তি কোনও সুযোগ পাওয়া যাবে না। ১৭ জুন পর্যন্ত অনলাইনে দরখাস্ত করবেন apprentice.rrcbbs.org.in ওয়েবসাইটে।

এজন্য বৈধ একটি ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফোটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন পরীক্ষা ফি-বাবদ ১০০ টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাংকিং বা ই-ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। তফসিলি, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের ফি লাগবে না। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন।

বিস্তারিত আরও জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৮ জুন ২০১৭

স্থলবাহিনীতে ৪০ টেকনিক্যাল অফিসার

ভারতীয় স্থলবাহিনী টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েট কোর্সে (TGC-126) অফিসার পদে ৪০ জন অবিবাহিত ছেলে নিচ্ছে।

কারা কোন পদে যোগ্য:

সিভিল, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (স্ট্রাকচারাল), স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাসরা সিভিল শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ১১টি।

মেকানিক্যাল, মেকানিক্যাল (মেকাট্রনিক্স), মেকানিক্যাল ও অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাসরা মেকানিক্যাল শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ৪টি।

ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল (ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড পাওয়ার) পাওয়ার সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা ইলেকট্রিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ৫টি।

কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ কম্পিউটার টেকনোলজি/ইনফো টেক/এম এসসি (কম্পিউটার সায়েন্স) এই শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ৬টি।

ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, টেলিকমিউনিকেশন, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাসরা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন/ টেলিকমিউনিকেশন/ ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন/ স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ৭টি।

অ্যাপ্লায়েড ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন কন্ট্রোল, ইনস্ট্রুমেন্টেশন টেকনোলজির ডিগ্রি কোর্স পাশরা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন/ইনস্ট্রুমেন্টেশন শাখার জন্য যোগ্য।

মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেটালার্জি অ্যান্ড মেটেরিয়াল টেকনোলজি, মেটালার্জি অ্যান্ড মেটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেটালার্জি অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, মেটেরিয়াল সায়েন্স, মেটালার্জি অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাসরা মেটালার্জিক্যাল শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি।

মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড মাইক্রোওয়েব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড মাইক্রোওয়েব শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ১টি।

পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ড্রাইভস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাসরা ইলেকট্রনিক্স শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি।

ওপরের ওইসব শাখার এ-বছরের ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষার্থীরা আবেদনের যোগ্য নন। বয়স হতে হবে ১-১-২০১৮ তারিখের হিসাবে ২০ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে।

শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় ১৫৭.৫ সেমি আর ওজন হতে হবে উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দৃষ্টিশক্তি দরকার ভালো চোখে ৬/৬ ও খারাপ চোখে ৬/১৮। শুরুতে ১ বছরের ট্রেনিং শুরু জানুয়ারিতে। তখন স্টাইপেন্ড মাসে ২১০০০ টাকা। সফল হলে লেফটেন্যান্ট পদে চাকরি। তখন বেতন: ১৫৬০০-৩৯০০০ টাকা ও গ্রেড পে ৫৪০০ টাকা। এমএসপি ভাতা ৬০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করবে সার্ভিস সিলেকশন বোর্ড। শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে প্রাথমিক বাছাই প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ের কললেটার পাঠানো হবে। ইন্টারভিউ হবে এলাহাবাদ, বেঙ্গালুরু ও ভোপালে। মোট ৫ দিনের এই পরীক্ষায় সাইকোলজি ওরিয়েন্টেড ইন্টেলিজেন্স টেস্ট, গ্রুপ টেস্ট ও ইন্টারভিউ হবে। এরপর হবে ডাক্তারি পরীক্ষা। পরীক্ষা-সংক্রান্ত তথ্য ই-মেইলে বা এসএমএস-এ জানানো হবে। ১৪ জুনের মধ্যে অনলাইনে দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.joinindianarmy.nic.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার পর ২ কপি অ্যাপ্লিকেশন প্রিন্ট করে নেবেন। ইন্টারভিউয়ের সময় যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল ও প্রিন্ট করা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম নিয়ে যেতে হবে।

‘টার্গেট অ্যাট কেরিয়ার’-এ এখন পুরো চার পাতা জুড়ে জীবিকার খোঁজখবর

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজিতে

২৯ সায়েন্টিস্ট নিয়োগ

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি সায়েন্টিস্ট-বি পদে ২৯ জন লোক নিয়োগ করবে।

কম্পিউটার সায়েন্স বা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি (বিই বা বিটেক) কোর্স পাসরা কম্পিউটার সায়েন্স বা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ৯টি। সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ৩।

ইনফরমেশন টেকনোলজির ডিগ্রি কোর্স পাসরা ইনফরমেশন টেকনোলজি শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ৯টি। সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩।

ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন বা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাসরা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন বা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ৯টি। সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২।

ওপরের সবক্ষেত্রেই ডিগ্রি কোর্সে অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। তফসিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীরা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন: ১৫৬০০-৩৯১০০ টাকা। গ্রেড পে ৫৪০০ টাকা।

এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং: NIELIT/NDL/2017/4.

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। ১২০টি অবজেকটিভ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: লজিক্যাল, অ্যানালিটিক্যাল রিজনিং, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যান্ড কোয়ান্টিটেটিভ এবিলিটি, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ও অ্যাপটিটিউড বিষয়ে ৬০টি প্রশ্ন আর ৬০টি প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট শাখার ওপর। পরীক্ষা হবে কলকাতা ও গুয়াহাটিতে। সফল হলে ইন্টারভিউ।

১৪ জুনের মধ্যে অনলাইন দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটে: http: // recruitment-delhi.nielit.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফোটো ও সিগনেচার আর শিক্ষাগত যোগ্যতার, অভিজ্ঞতা, অ্যাডমিট কার্ড, কাস্ট সার্টিফিকেট ইত্যাদি স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন পরীক্ষা ফি-বাবদ ৮০০ টাকা অনলাইনে জমা দিতে হবে। তফসিলি, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের ৪০০ টাকা। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন।

এলাহাবাদ হাইকোর্টে ১৫ ট্রেনি ল ক্লার্ক নিয়োগ

এলাহাবাদ হাইকোর্ট ১৫ জন ট্রেনি ল ক্লার্ক নিয়োগ করবে। ১ বছরের চুক্তিতে নিয়োগ হবে এলাহাবাদ এবং লখনউয়ে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: 01/Law Clerk (Trainee)/17.

যে প্রার্থীরা পেশাদারি আইন প্র্যাকটিস শুরু করেননি অথবা অন্য কোনও পেশার সঙ্গে যুক্ত নন কেবল তাঁরাই আবেদন করবেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫৫% নম্বর সহ আইনে স্নাতক অথবা ৫ বছরের ইন্টিগ্রেটেড ল ডিগ্রি। সঙ্গে ডেটা এন্ট্রি, ওয়ার্ড প্রোসেসিং এবং কম্পিউটার অপারেশনে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বয়স: ১-৭-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ২১ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে। বেতন: ১২৫০০ টাকা।

শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে বাছাই প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে নির্বাচিত করা হবে। আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে ইন্টারভিউ এলাহাবাদে। ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করবেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.allahabadhighcourt.in আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে। ফি বাবদ ৩০০ টাকা দিতে হবে ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে। ব্যাংক ড্রাফটটি Registrar General, High Court of Judicture-এর অনুকূলে এলাহাবাদে প্রদেয় হবে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন:

১) সম্প্রতি তোলা এক কপি রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফোটো। ফোটোটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন ও ফোটোর ওপর সই করবেন। ফোটোটি গেজেটেড অফিসার কর্তৃক প্রত্যয়িত হতে হবে।

২) মাধ্যমিকের মার্কশিট এবং সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল।

৩) উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিট ও সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল।

৪) স্নাতক এবং স্নাতকোত্তরের মার্কশিট ও সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল।

৫) কম্পিউটার জ্ঞান ও অন্যান্য যোগ্যতা সংক্রান্ত সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল।

৬) ফি-বাবদ ব্যাংক ড্রাফট।

৭) প্রার্থীর নাম-ঠিকানা লেখা এবং ৪০০ টাকা মূল্যের ডাকটিকিট সাঁটানো ২টি খাম।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন: APPLICATION FOR THE POST OF LAW CLERK (TRAINEE).

প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ পূরণ করা দরখাস্ত ৩০ জুনের মধ্যে স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড বা ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: Registrar General, High Court of Judicture, Allahabad. বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামে টেকনিশিয়ান পদে ৭৬ নিয়োগ

হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন টেকনিশিয়ান এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনিশিয়ান পদে ৭৬ জন নিয়োগ করবে। নিয়োগ করা হবে মুম্বই রিফাইনারিতে। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

শূন্যপদের বিবরণ: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোসেস টেকনিশিয়ান: ৬৭টি। অ্যাসিস্ট্যান্ট বয়লার টেকনিশিয়ান: ৯টি। ক্যাটেগরি অনুসারে শূন্যপদ: সাধারণ: ৩৮, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ১৭, ওবিসি ১৪। শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রোসেস টেকনিশিয়ানের ক্ষেত্রে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা। বয়লার টেকনিশিয়ানের ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা। ফার্স্ট ক্লাস বয়লার কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট থাকলে অগ্রাধিকার। সবক্ষেত্রেই ৬০% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে, তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫০%।

বয়স: ১-৫-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর, প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনিশিয়ান পদের ক্ষেত্রে ৬ মাসের এবং টেকনিশিয়ান পদের ক্ষেত্রে ৯ মাসের প্রোবেশন।

বেতন: অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনিশিয়ান পদের ক্ষেত্রে ৪৫০০০ টাকা এবং টেকনিশিয়ান পদের ক্ষেত্রে ৪০০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা বা কম্পিউটারভিত্তিক অনলাইন পরীক্ষা এবং স্কিল টেস্টের মাধ্যমে। স্কিল টেস্টে সফলদের মেডিক্যাল টেস্ট হবে। লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে জেনারেল অ্যাপটিটিউড এবং পেশাদারি জ্ঞান বিষয়ে। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা। পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করে নেবেন hindustanpetroleum.com ওয়েবসাইট থেকে। অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ২২ জুন। প্রার্থীর চালু ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের সময় নিজের ফোটো ও সই স্ক্যান করে নিতে হবে।

ফি-বাবদ দিতে হবে ৬০০ টাকা। ফি জমা দেওয়া যাবে অফলাইনে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ই-চালানের মাধ্যমে। চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে অথবা অনলাইনে ফি জমা দেওয়া যাবে নেট ব্যাংকিং বা ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে। অনলাইনে ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। চালানের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৭ জুন। অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে সাবমিটের পর একটি অ্যাপ্লিকেশন নম্বর পাওয়া যাবে এটি লিখে রাখবেন। পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

target@কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৮ জুন ২০১৭

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থায় ৩১৮ নিয়োগ

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থায় জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিজাইনার সহ বিভিন্ন পদে কর্মী নিয়োগ করা হবে। মোট শূন্যপদ: ৩১৮। প্রার্থী বাছাই করবে এলাহাবাদ স্টাফ সিলেকশন কমিশনের কেন্দ্রীয় অফিস, বেঙ্গালুরুর কর্নাটক-কেরালা রিজিওন অফিস, চেন্নাইয়ের দক্ষিণাঞ্চল রিজিওন অফিস এবং মুম্বইয়ে পশ্চিমাঞ্চল রিজিয়নের অফিস। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: WR/01/2017.

বয়স: ৭-৬-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন: ৫২০০-২০২০০ টাকা। গ্রেড পে -২৮০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে কম্পিউটারভিত্তিক লিখিত পরীক্ষা এবং স্কিল টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষায় অবজেকটিভ ও মাল্টিপল চয়েস ধরনের প্রশ্ন হবে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড এবং জেনারেল অ্যাওয়ারনেস বিষয়ে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। পরীক্ষার সময়সীমা ১ ঘণ্টা। অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.ssconline.nic.in

দরখাস্ত করতে হবে দুটি ধাপে। প্রথম ধাপে ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলে রেজিস্ট্রেশন আইডি ও পাসওয়ার্ড পাবেন। তারপর রেজিস্ট্রেশন আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে দ্বিতীয় ধাপের নিয়ম আনুসারে পূরণ করতে হবে। দরখাস্ত পূরণের আগে প্রার্থীর ফোটো ও সই স্ক্যান করে নিতে হবে।

ফি-বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা। তফসিলি, মহিলা, প্রাক্তন সমরকর্মী ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ফি লাগবে না। ফি জমা দেওয়া যাবে অফলাইনে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ই-চালানের মাধ্যমে। চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে অথবা অনলাইনে ফি জমা দেওয়া যাবে নেট ব্যাংকিং বা ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে। অনলাইনে ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি দরখাস্তের সঙ্গে পাঠাতে হবে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন: ১) পাসপোর্ট মাপের একটি স্বপ্রত্যয়িত ফোটো। ফোটোটি ফর্মের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন। ২) মাধ্যমিকের মার্কশিট ও সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। ৩) শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় মার্কশিট ও সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। ৪) কাস্ট ও ওবিসি সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। ৫) দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। ৬) কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল। ৭) প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পূরণ করা দরখাস্তের প্রিন্টআউট ১৬ জুনের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: The Regional Director (CR), Staff Selection Commission, Central Region, 21-23, Lowther Road, Allahabad-211002, Uttar Pradesh.

বিস্তারিত জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

আপনার জন্য প্রতি বৃহস্পতিবার **target@কেরিয়ার**-এর পাতায় থাকছে বাছাই করা চাকরি, প্রোফেশনাল ট্রেনিং ও কোর্সের খবর। অ্যাপ্লাই করুন আর UNEMPLOYED থেকে EMPLOYED হয়ে যান।

মিউজিওলজি, কনজারভেশন, হিস্ট্রি অব আর্টে এমএ

হিস্ট্রি অব আর্টে, কনজারভেশন এবং মিউজিওলজির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি নেবে দিল্লির ন্যাশনাল মিউজিয়াম ইনস্টিটিউট। এটি ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি সংস্থা। প্রতিষ্ঠানের পক্ষে থেকে কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে শর্তসাপেক্ষে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে।

কোর্সগুলি হল:

এমএ (হিস্ট্রি অব আর্ট): মোট আসনসংখ্যা ২৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় ৫০% নম্বর সহ স্নাতক। সোশ্যাল সায়েন্স বা লিবারাল আর্টস বা ফাইন আর্টসে স্নাতক প্রার্থীদের অগ্রাধিকার।

এমএ (কনজারভেশন): মোট আসন সংখ্যা: ১৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫০% নম্বর সহ এই বিষয়গুলির যে কোনও একটিতে স্নাতক-ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, জিওলজি, বায়োলজি, বায়োটেকনোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, ভিস্যুয়াল বা ফাইন আর্টস, আর্কিটেকচার, টেকনোলজি বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে কোনও শাখায় স্নাতক অথবা ৫০% নম্বর সহ হিস্ট্রি বা জিওগ্রাফি বা অ্যানথ্রোপোলজি বা আর্কিওলজি বা সমতুল বিষয়ে স্নাতক। সে-ক্ষেত্রে বিজ্ঞান শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাস করে থাকতে হবে।

এমএ (মিউজিওলজি): মোট আসনসংখ্যা ১৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫০% নম্বর সহ হিউম্যানিটিজ এবং সোশ্যাল সায়েন্সের যে কোনও শাখায় বিএ বা বিএসসি অনার্স বা বিএ বা বিএসসি বা বিএফএ। হিস্ট্রি অব আর্ট এবং মিউজিয়াম স্টাডিজ সম্পর্কিত বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমাধারীদের অগ্রাধিকার। সবকটি কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রেই মাতৃভাষা ছাড়াও সংস্কৃত, তামিল, তেলুগু, কন্নড়, পার্সি, আরবি, গ্রিক, ল্যাটিন, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইতালিয়ান প্রভৃতি ভাষার মধ্যে কোনও একটি জানা থাকলে অগ্রাধিকার।

কোর্স চলাকালীন পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ৮ জন ছাত্রছাত্রীকে প্রতি বছর ৪০০০০ টাকা করে মেরিট স্কলারশিপ দেওয়া হবে এবং আরও ৮ জন ছাত্রছাত্রীকে প্রতি বছর ১২০০০ টাকা করে মেরিট কাম মিনস স্কলারশিপ দেওয়া হবে।

শিক্ষাগত স্তরে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রাথমিক বাছাই প্রার্থীদের একটি লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশিত হবে ৩০ জুন। বিষয় অনুসারে প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ নেওয়া হবে ১০ থেকে ১২ জুলাই। পরীক্ষার সময় সকাল ১০টা। পরীক্ষাকেন্দ্রের ঠিকানা: কনফারেন্স রুম, ফার্স্ট ফ্লোর, ন্যাশনাল মিউজিয়াম ইনস্টিটিউট, ন্যাশনাল মিউজিয়াম, জনপথ, নয়াদিল্লি-১১০০১১।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.nmi.gov.in আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে। পূরণ করা আবেদনপত্রের সঙ্গে দেবেন: ১) পাসপোর্ট মাপের একটি স্বপ্রত্যয়িত ফোটো। ফোটোটি ফর্মের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন। ২) মাধ্যমিকের মার্কশিট ও সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। ৩) শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় মার্কশিট ও সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। ৪) কাস্ট ও ওবিসি সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। ৫) দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল।

২১ জুনের মধ্যে পূরণ করা আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র স্পিডপোস্ট বা ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: Assistant Registrar (Academic), National Museum Institute, 1st floor, National Meuseum, Janapath, New Delhi-110011.

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

প্যারামেডিক্যাল টেকনোলজির ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির পরীক্ষা

সরকারি মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বীকৃত বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্যারামেডিক্যাল টেকনোলজির বিভিন্ন শাখায় ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নেওয়া হবে। প্রার্থী বাছাই হবে স্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি অব ওয়েস্ট বেঙ্গল এন্ট্রান্স এগজামিনেশন-২০১৭ এর মাধ্যমে। পরীক্ষা ৩০ জুলাই। পরীক্ষাটি পরিচালনা করবে স্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। কোর্স শুরু হবে সেপ্টেম্বরে।

আসনসংখ্যা: সরকারি প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা ১১৫০ এবং সরকার অনুমোদিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সম্ভাব্য আসনসংখ্যা ৮৫১। সরকারি নিয়মানুসারে তফসিলি, ওবিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য আসন সংরক্ষিত হবে।

কোর্স: ডিপ্লোমা ইন মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি, ডিপ্লোমা ইন রেডিওগ্রাফি-ডায়াগনস্টিক, ডিপ্লোমা ইন ফিজিওথেরাপি, ডিপ্লোমা ইন রেডিওথেরাপিউটিক টেকনোলজি, ডিপ্লোমা ইন অপ্টোমেট্রি উইথ অপথ্যালমিক টেকনিক, ডিপ্লোমা ইন নিউরো ইলেক্ট্রো ফিজিওলজি, ডিপ্লোমা ইন পারফিউশন টেকনোলজি, ডিপ্লোমা ইন ক্যাথ-ল্যাব টেকনিশিয়ান, ডিপ্লোমা ইন ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজি, ডিপ্লোমা ইন ডায়ালিসিস টেকনিক, ডিপ্লোমা ইন অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি, ডিপ্লোমা ইন ডায়াবেটিস কেয়ার টেকনোলজি, ডিপ্লোমা ইন ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাফিক টেকনিক।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজিসহ উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পাস।

বয়স: ১-৯-২০১৭ তারিখে অন্তত ১৭ বছর হতে হবে। বয়সের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই।

২ বছরের কোর্সের শেষে ৬ মাসের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রতিমাসে স্টাইপেন্ড বাবদ পাওয়া যাবে ২০০০ টাকা।

২ বছরের কোর্স ফি ৩০০০০ টাকা। প্রথম বছরের ফি-বাবদ ১৫০০০ টাকা জমা দিতে হবে কাউন্সেলিংয়ের সময়। দ্বিতীয় বছরের শুরুতে দিতে হবে বাকি ১৫০০০ টাকা। শিক্ষাবর্ষ শুরুর সময়েই পুরো ফি দিতে চাইলে দিতে হবে ২৯০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা ৩০ জুলাই। পরীক্ষা নেওয়া হবে দুটি পত্রে। প্রথমপত্রে প্রশ্ন হবে ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি বিষয়ে। দ্বিতীয় পত্রে প্রশ্ন হবে বায়োলজি বিষয়ে। প্রশ্ন হবে মাল্টিপল চয়েস ধরনের। নেগেটিভ মার্কিং নেই। প্রথমপত্রের পরীক্ষা সকাল ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষা দুপুর দেড়টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত। পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েবসাইট থেকে: www.smfwbee.in.

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই দুটি ওয়েবসাইটের যে কোনও একটির মাধ্যমে: www.smfwbee.in/www.smfwb.in প্রার্থীর চালু ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ২ জুলাই। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর সম্প্রতি তোলা রঙিন ফোটো স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। সেইসঙ্গে প্রার্থীর স্ক্যান করা সই আপলোড করতে হবে। আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

ফি-বাবদ অনলাইন বা অফলাইন ব্যবস্থায় দিতে হবে ৫০০ টাকা। ফি জমা দেওয়া যাবে অফলাইনে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ই-চালানের মাধ্যমে। চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। অথবা অনলাইনে ফি জমা দেওয়া যাবে নেট ব্যাংকিং, ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে। অনলাইনে ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না।

অনলাইনে আবেদনপত্র সাবমিটের পর একটি অ্যাপ্লিকেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে সেটা লিখে রাখবেন। অনলাইন আবেদনপত্র সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্র এবং কনফার্মেশন পেজের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। পূরণ করা আবেদনপত্রের প্রিন্ট আউটটি পাঠাতে হবে।

আবেদনপত্রের প্রিন্টআউটের সঙ্গে দেবেন: ১) উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মার্কশিট এবং মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডের প্রত্যয়িত নকল। ২) কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। ৩) দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। ৪) ব্যাংক চালানের কপি।

প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ আবেদনের প্রিন্টআউট ৩ জুলাইয়ের মধ্যে সাধারণ ডাকে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: Post Bag No.99, GPO, Kolkata-700001.

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।